মেহেরপুরে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা

মেহেরপুর জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, জেলা খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা স্বপন কুমার খান, মিল মালিক সাফুয়ান আহমেদ রূপক প্রমূখ। সভায় চলতি মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে সরকারি ভাবে আমন ধান সংগ্রহ শুরু

মেহেরপুরে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আমন ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে।
গতকাল বুধবার দুুপুরে শহরের তাহের ক্লিনিক পাড়ায় সরকারি গুদামে ধান সংগ্রহের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।
এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল হামিদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম। জেলার তিন উপজেলার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ৩ হাজার ২৮৮ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করবে খাদ্য বিভাগ।
প্রতিটি কৃষক ৫০০ কেজি করে ধান দেওয়ার সুযোগ পাবে। কৃষক নির্বাচন করা হবে লটারির মাধ্যমে।
জেলা প্রশাসক বলেন, ধান সংগ্রহে কোন প্রকারের অনিয়ম বরদাস্ত করা হবেনা। কেউ অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্তা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

নদী খননে তৃণমূলের কৃষি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদীসহ ৫টি নদী খননের উদ্যোগ গ্রহন করেছে সরকার। ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরীস্থ নদী খনন প্রকল্পের আওতায় এ নদী খনন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জীবননগরে চিত্রা নদী খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের শাখারিয়া পিচ মোড় গ্রামে নদীর মাটি কেটে খনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান , উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম , জীবননগর পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও পানি উন্নয়ণ বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন।

এ সময় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতিৃক দেশ। তাই সারা দেশে নদীগুলোকে বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহন করেছে সরকার। বর্তমান সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী। দেশের নদীগুলো সচল হলে দেশের তৃণমূলের কৃষি ঘুরে দাঁড়াবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরীস্থ নদী খনন প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গার ৫টি নদী খনন করা হবে। চিত্রা নদী খনন সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতার অংশ।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জনন্ত্রেী শেখ হাসিনার

নদী খনন প্রকল্পটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ নদীগুলো বাঁচলে বাঁচবে পরিবেশ, রক্ষা হবে জীব বৈচিত্র। তৃণমূলের কৃষি নতুন উচ্চতায় উন্নতি হবে। আর এ কারণে নদী বাঁচাতে সরকারের এ পরিকল্পনা ।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডরে নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম জানান, প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গার মধ্য নদী বয়ে যাওয়া চিত্রা নদী খনন করা হবে।এর মধ্যে জীবননগর উপজেলাতে ৬ কি: মিটার নদী খনন করা হবে। ২০২০ সালের ২০ জুনের মধ্যে খননের কাজ শেষ করা হবে।

-মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম ,জীবননগর

মুজিবনগরে আমন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা, দাম নিয়ে শঙ্কা

মেহেরপুুরের মুুুজিবনগর উপজেলার মাঠ জুড়ে এখন শুধু সোনালী রোপা আমন ধানের ঢেউ। ধানের মিষ্টি গন্ধে মুখরিত এলাকা। ধান গুলিতে সবুজ থেকে সোনালী রংয়ে রূপ নিয়েছে। আর কিছু দিন পরেই শুরু হবে রোপা আমন ধান কাটা।

অনাবৃষ্টির কারনে এ বছর রোপা আমন নিয়ে কৃষকের মনে কিছুটা আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এখন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা। মাঠের যে প্রান্তে দৃষ্টি দেয়া যায়না কেনো, ধানের রূপই বলে দিচ্ছে রোপা আমনে এবার আশানুরূপ ফলন হবে। তবে ধানের ভালো ফলন হলেও দাম নিয়ে হতাশায় আছেন এই অঞ্চলের কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের চাষ হয়েছে। এই জমি থেকে প্রায় ৩ হাজার ৯ শ মেট্রিক টন চাউল উৎপাদন হবে বলে ধারনা করছে উপজেলা কৃষি বিভাগ।

উপজেলার স্থানীয় কৃষকরা বলছেন, মুজিবনগর থানা উচুঁ ও কম বৃষ্টিপাতের এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চলে অন্যানো ধানের চাষাবাদ তেমন হয়না। বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শুধু বর্ষা মৌসুমে রোপা আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে।

যদিও এ বছরের শুরুতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলেও ধানের ভরা মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও খরার কারনে রোপা আমনের চাষ নিয়ে ছিলো হতাশা। তবে শেষ পর্যন্ত রোপা আমন ধানের আশানুরূপ ফলন হতে যাচ্ছে। এদিকে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য না থাকায় বাম্পার ফলনেও কৃষকের মনে রয়েছে হতাশার চিহ্ন।
উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের ধানচাষী হাসিনা খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর আমরা উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী রোপা আমনের চাষ করেছি আল্লাহর রহমতে ধানও ভালো হয়েছে। তবে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ধানের মূল্য নির্ধারিত করে দিলেও তৃণমূল চাষী পর্যায়ে সঠিক মূল্য না পাওয়ায় চাষীদের লোকসান গুনতে হয়।

তাদের অভিযোগ, ‘সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করলে বিগত দিনের ক্ষতি পুষিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা কিছুটা লাভের মুখ দেখবে।’

বাগোয়ান গ্রামের ধানচাষী আনিসুর রহমান বলেন, প্রায় কৃষকই ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে রোপা আমনের চাষ করেছেন। বর্তমানে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় ধান বিক্রয় করে সে টাকা আয় হয় না। তাই এ বছর ধানের আশানুরূপ ফলন হলেও দাম নিয়ে কৃষকদের মনে সংশয় রয়েই গেছে ।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসিজ্জামান খান মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় লক্ষমাত্রা কম জমিতে ধানের চাষ হয়েছে। কৃষি অফিসের পরামর্শে রোপা আমন ধানের চাষ করায় ফলনও আশানুরূপ ভালো হয়েছে।

দামের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার কর্তৃক ধানের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও তৃণমূল কৃষকরা তা পায় না। আরও একটা কারন এলাকায় কোন মিল না থাকার কারনে ও কৃষকরা ন্যায্য দাম পায়না।

কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করা হলে এই অঞ্চলের কৃষকরা লভবান হবেন, পাশাপাশি আগামীতে রোপা আমন ধানের চাষ আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও জানান তিনি।

রেজাউল করিম, মুজিবনগর

জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে ঝুঁকে পড়েছে কৃষকরা

জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করছেন কৃষকরা। দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের ছোট্ট একটি জেলা চুয়াডাঙ্গা। এ জেলাটি ফলের জেলা হিসাবেই পরিচিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ছোট একটি উপজেলা জীবননগর এটি একেবারে সীমান্ত ঘেষা। জীবননগর শহর থেকে মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দুরে ভারতীয় সীমানা।
এ উপজেলার বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ধান, মুগ চাষের পাশাপাশি বর্তমান এ উপজেলার কৃষকরা বিদেশী ফল ড্রাগন ও মাল্টা চাষে বেশী উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন । তাছাড়া ড্রাগন ফল ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হওয়ায় এ চাষে আরও বেশী ঝুকে পড়েছেন কৃষকরা ।
ড্রাগন ফল চাষী উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের কাশিপুর মাঠ পাড়ার শাওন বলেন ড্রাগন ফল চাষে প্রথম দিকে খরচ বেশি হলেও এটি একটি লাভজনক চাষ । ড্রাগন গাছটি বিদেশী তাই সচার আচার এ গাছটি পাওয়া যায় না । তাছাড়া ড্রাগন গাছ দেখতে অনেকটা সাপের মত যার ফলে এ চাষটি দেখতে জীবননগর উপজেলা সহ বেশ কয়েকটি জেলার লোকজন জমিতে আসে এবং এ চাষটি করার জন্য অনেক কৃষক ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ।
একই কথা বলেন উপজেলার বাঁকা গ্রামের মাল্টা চাষী জাহিদ বাবু, তিনি বলেন আমি শুরুতে পেয়ারার চাষ শুরু করি এবার নতুন করে অল্প পরিসর জমিতে মাল্টা চাষ শুরু করেছি ।
তবে কৃষি বিভাগ যদি একটু সহযোগিতা করত তা হলে এ চাষটিতে একদিকে যেমন লাভবান হওয়া যেত তেমনি দেশের অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত ।
জীবননগর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোর্শেদ আলী বলেন ড্রাগন ও মাল্টা চাষটি এ উপজেলায় একেবারে নতুন চাষ হচ্ছে তবে বর্তমানে এ চাষের দিকে কৃষকরা অনেক উৎসাহিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। তবে আশা করা যায় এ চাষটি এ উপজেলাতে যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে একদিন এ চাষগুলো জীবননগর উপজেলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে।

জীবননগর প্রতিনিধি:

মেহেরপুরে পাটবীজ চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পাট অধিদপ্তরের উদ্যোগে পাটবীজ চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা একে আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক ড. আখতারুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাট পরিদর্শক মহাসিন শিকদার।
— নিজম্ব প্রতিনিধি

কৃষকের বঞ্চনার দায় কে নেবে

আমনের পর বোরো ধানেও মার খেয়ে হতাশাগ্রস্ত দেশের কৃষককুল। ঈদ আসন্ন। সবচেয়ে বড় এই ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের প্রাক্কালে এ ক্ষতি তাদের হৃদয়ের ক্ষতকে আরও রক্তাক্ত করেছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে ধান চাষ করার পর এমন একটা সময়ে এসে সেই শ্রমের মূল্যটুকুও পাচ্ছেন না তারা। টাঙ্গাইলে দুঃখে ক্ষোভে নিজ হাতে ফলানো পাকা ধানের সোনালি ক্ষেতে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন কৃষক; রংপুরে রাস্তায় ধান ঢেলে দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন চাষিরা; এ পেশা ছেড়ে দেবেন বলে আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছেন। এবার বোরো মৌসুমে এমন সব উদ্বেগজনক কা- ঘটেছে। অথচ কৃষক বাঁচানোর কথা বলে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবার বোরো সংগ্রহ অভিযানের তারিখ এগিয়ে এনেছিল।

কিন্তু বাস্তবে এর ন্যূনতম সুফলও পাননি কৃষক। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশে কৃষকের ভাগ্য নিয়ে কেন এই প্রহসন? কৃষিবান্ধব সরকারের সময়েও

কেন কৃষি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার
হুমকি দিচ্ছেন কৃষক? রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কেঁপে দেশের মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেন যারা, তাদের রক্ষার দায় কে নেবেÑ এমন প্রশ্নের উত্তর নেই; বরং দায় এড়াতে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় একে অন্যকে দুষছে। আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে এমন তথ্য বেরিয়ে এসেছে।
কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক গণমাধ্যমকে বলেছেন, সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে প্রতিবছর যে ধান-চাল সংগ্রহ করে, তাতে কিছু রাজনৈতিক কর্মী, চালকল মালিক (মিলার) ও ব্যবসায়ী লাভবান হচ্ছে; কৃষকের কোনো লাভ নেই। এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাজারমূল্য অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিগগির কৃষি, খাদ্য ও বাণিজ্যÑ এই তিন মন্ত্রণালয় বসে করণীয় ঠিক করব।

কৃষক তালিকা নিয়ে ধূম্রজাল
এবার ক্ষেত থেকে বোরো ধান ওঠার পর পরই ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে বলে সরকারের তরফে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আদতে তা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, কৃষকের তালিকা নিয়েই দুই মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যে সৃষ্টি হয়েছে ধূম্রজাল। খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে, প্রকৃত কৃষকের তালিকা দিতে গড়িমসি করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। আর কৃষি মন্ত্রণালয় বলছে, ইতোমধ্যে কৃষকের হালনাগাদ তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে।
এদিকে মাঠপর্যায়ের চিত্র বলছে, নির্ধারিত সময় অনেক আগে শুরু হলেও বগুড়ায় এখনো শুরু হয়নি ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান। বোরো চাষিদের হালনাগাদ কোনো তালিকা নেই খাদ্য বিভাগের কাছে। জেলার ১২ উপজেলায় একই চিত্র দেখা গেছে। সরকার নির্ধারিত ধানের দরে খুশি হলেও বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার কৃষকরা বলছেন, এখনো কৃষি বিভাগ কৃষকদের তালিকা তৈরি করেনি। অনেকের কৃষক কার্ড এরই মধ্যে কব্জা

করেছেন কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা আর ফড়িয়ারা। অভিযোগ রয়েছে, অনেক প্রান্তিক কৃষক তার নাম তালিকায় আছে শুনলেও কার্ড চোখে দেখেননি। ধান উৎপাদনে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বগুড়ার শেরপুর, ধুনট ও নন্দীগ্রাম উপজেলা। একই অবস্থা এসব জায়গায়ও।
খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার আমাদের সময়কে বলেছেন, সরকারিভাবে শস্য সংগ্রহে কোনোভাবেই অনিয়ম হতে দেওয়া হবে না। প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকেই ধান কিনবে সরকার। এ জন্য ক্রয় কমিটিতে যুক্ত স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তদারকি জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, কৃষি বিভাগকে একাধিকবার তাগাদা দিয়েও কৃষকের হালনাগাদ তালিকা পাওয়া যায়নি। আর এ তালিকা না পাওয়ার কারণেও কৃষকের ভোগান্তি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, দেশে কী পরিমাণ জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে, কতজন কৃষক চাষ করেছেনÑ এমন সব তথ্য সংগ্রহের দায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অধীন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের।
কিন্তু ডিএই মহাপরিচালক মীর মো. নুরুল ইসলাম বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে কৃষক-তালিকা চেয়েছে বলে কোনো তথ্য আমার জানা নেই। মাঠপর্যায় থেকে কৃষকের তথ্য সরাসরি আমাদের কাছে আসে না। উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা অনেক আগেই তথ্য তুলে দিয়েছেন থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের হাতে। এখন তারা কোনো কারণে যদি তালিকা প্রেরণে গড়িমসি করেন, সে দায় তো তাদেরই নিতে হবে।

অনেক কৃষকের কার্ড বেহাত
বিদ্যমান বাস্তবতা বলছে, সামান্য অর্থ বা ভাঁওতা দিয়ে অনেক কৃষকের ‘কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড’ হাতিয়ে নিয়েছেন ক্ষমতাসীন দল ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের একশ্রেণির অসাধু কর্মচারীরও যোগ রয়েছে তাদের সঙ্গে। ওইসব নেতাকর্মী ও অসাধু কর্মচারী কার্ডের মাধ্যমে লুটে নিতে চাইছে কৃষকের মুনাফা। জানা গেছে, সরকারি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকই সরকারি গুদামে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বিক্রি করতে পারবেন। নির্বিঘেœ কাজটি করতে পারলে একজন কৃষকের টনপ্রতি ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা লাভ হওয়ার কথা। অভিযোগ রয়েছে, কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের একশ্রেণির অসাধু কর্মচারী ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা সরকারি ঘোষণার পর পরই কৃষকের কাছ থেকে ওই কার্ড হাতিয়ে নিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, অনেক কৃষকের কার্ড এক-দুই দিনের মধ্যেই বেহাত হয়ে গেছে।

উঠছে না ধানের উৎপাদন খরচ

সরকারি হিসাব বলছে, চলতি বছর প্রতিকেজি বোরো ধান উৎপাদনে খরচ হয়েছে সাড়ে ২৪ টাকা। আর প্রতিকেজি চালের উৎপাদন খরচ পড়েছে ৩৬ টাকা। এ হিসাবে প্রতিমণ (কেজির হিসেবে) ধানের উৎপাদন খরচ হয়েছে ৯০৬ টাকা ৫০ পয়সা। অথচ বর্তমানে দেশের হাট-বাজারগুলোয় প্রতিমণ বোরো ধান বিক্রি হচ্ছে ৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৭০০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতিমণ ধানে কৃষকের লোকসান দাঁড়াচ্ছে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। বর্তমান দরে কৃষক তার কষ্টার্জিত ফসল বিক্রি করে সচ্ছলতার মুখ দেখা তো দূরের কথা, জীবিকা চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ গত এক দশক ধরেই ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন কৃষক। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন বলছে, ধান উৎপাদন বৃদ্ধির হারে শীর্ষে বাংলাদেশ।
সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরে আউশ, আমন ও বোরো মিলে মোট ৩ কোটি ৬৪ লাখ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরে আউশ মৌসুমে ২৯ লাখ ২০ হাজার টন ও আমনে ১ কোটি ৪৩ লাখ টন চাল উৎপাদিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, পর পর কয়েক বছর ধানের বাম্পার ফলনের ফলে কৃষিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। কিন্তু কৃষকের ভাগ্য বদলাচ্ছে না।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গতকাল জানায়, দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৪৩ লাখ৬৪ হাজার ৫২৩। প্রান্তিক কৃষক ৭৯ লাখ ৮০ হাজার ৬৪০, ক্ষুদ্র কৃষক ৬১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৯৪ ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা ২৩ লাখ ৮৬ হাজার ৫৬। আর এ বছর বোরো চাষ করেছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ করে ফসল ফলিয়ে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্রি করে দেন। এ সময় যদি ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়া যায়, তা হলে এই দুই শ্রেণির কৃষক পথে বসে যান।

গাজীপুরে সাত মাসেও মেয়রের প্যানেল নির্বাচন হয়নি

নির্ধারিত সময়ের সাত মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করা হয়নি। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ও প্যানেল ঠিক করে দেয়নি। মেয়রের অনুপস্থিতিতে কে

দায়িত্ব পালন করবেন, তা সুনির্দিষ্ট নেই।

একাধিক কাউন্সিলরের অভিযোগ, মেয়র জাহাঙ্গীর আলম চান না, এ কারণে মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করা হয়নি। তবে মেয়র দাবি করেছেন, কাউন্সিলরদের কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব করেননি। যে কারণে এই নির্বাচন করা হয়নি। তা ছাড়া, কোনো কাউন্সিলর মেয়র পদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না বলেও তিনি মনে করেন।

মেয়রের অনুপস্থিতিতে মেয়র পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করে রাখা হয়। এই প্যানেলটি তিন সদস্যের। এই প্যানেল নির্বাচনের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে।

স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন অনুযায়ী, সিটি করপোরেশন গঠিত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলররা অগ্রাধিকারক্রমে নিজেদের মধ্য থেকে তিন সদস্যের একটি মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করবেন। এর মধ্যে একজন অবশ্যই সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরকে রাখতে হবে। মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত না হলে সরকার মেয়রের প্যানেল মনোনীত করবে। অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মেয়র দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা অনুপস্থিত থাকলে মেয়রের প্যানেল থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে একজন সদস্য মেয়রের সব দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুজনিত কারণে মেয়রের পদ শূন্য হলে নতুন মেয়র নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত মেয়রের প্যানেলের কোনো সদস্য মেয়রের সব দায়িত্ব পালন করবেন।

তবে মেয়র জাহাঙ্গীর আলম দাবি করেন, মেয়রের সাময়িক অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার যাঁকে দায়িত্ব দেবে, তিনি মেয়রের দায়িত্ব পালন করবেন, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ওই দায়িত্ব পালন করবেন। কাউন্সিলররা মেয়র পদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

গত বছরের ২৭ জুন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মেয়র পদে জয়ী হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম। গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি দায়িত্ব নেন। এরপর ৮ সেপ্টেম্বর সিটি করপোরেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। আইন অনুযায়ী, এর পরবর্তী এক মাস অর্থাৎ ৮ অক্টোবরের মধ্যে মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করার কথা ছিল।

৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিল নাসির উদ্দীন মোল্লা প্রথম আলোকে বলেন, এখনো প্যানেল নির্বাচন হয়নি। কেন হয়নি, তা তিনি বলতে

পারছেন না। এই নির্বাচন নিয়ে পরিষদে কোনো আলোচনাও হয়নি। প্রায় একই কথা বলেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তানভীর আহমদও। তিনি বলেন, ‘কেন প্যানেল নির্বাচন হয়নি, তা মেয়র মহোদয় বলতে পারবেন। আমরা এর সদুত্তর দিতে পারব না। মেয়র এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।’

একাধিক কাউন্সিলর নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করেন, পরিষদের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম নিজে এককভাবে নেন। কাউন্সিলরদের তেমন কিছু বলার থাকে না। অনেকে ইচ্ছা করেই চুপ থাকেন।

মেয়র জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম মাসে প্যানেল করার কথা। কিন্তু যেদিন করপোরেশনের বৈঠক হয়েছে সেদিন বা এরপর কাউন্সিলরদের কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব দেননি। এ কারণে এটা হয়নি। কাউন্সিলরদের অভিযোগের বিষয়ে মেয়র বলেন, কাউন্সিলরদের কেউ কেউ নানা ধরনের অবৈধ সুবিধা চান। সেসব না পেয়ে বাইরে অপপ্রচার চালান। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত এককভাবে নেন না, সবাই কার্যবিবরণীতে সই করেন।

অবশ্য মেয়রের প্যানেল নিয়ে মেয়রের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় সরকার আইন করার সময় তাঁরাও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। মেয়র নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিলে তা হবে না। মেয়রের অবর্তমানে দায়িত্ব পালন করার জন্য কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে তিন সদস্যের একটি প্যানেল নির্বাচন করতে হবে। জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে তাঁরা মেয়রের দায়িত্ব পালন করবেন। শপথ নেওয়ার পর একজন মেয়রকে অবশ্যই আইন অনুসরণ করতে হবে। প্যানেল নির্বাচন না করে আইন অমান্য করা কাম্য নয়।

ধানে আগ্রহ হারাচ্ছেন চাষি

জামালপুরে চলতি মৌসুমে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। খেতে ধান পাকলেও কাটার শ্রমিকের সংকট দেখা দিয়েছে। তার ওপর বাজারে ধানের দাম কম। এতে সম্পূর্ণ হতাশ কৃষকেরা। অনেকে ভবিষ্যতে আর

ধানই আবাদ করতে চান না।

সদর উপজেলার রশিদপুর, চন্দ্রা, কম্পপুর ও পাথালিয়া, মেলান্দহের মাহমুদপুর, নাংলা ও গোবিন্দপুর এবং ইসলামপুরের নোয়ারপাড়া, কাজলা ও হাড়গিলা এলাকায় গত রোববার সরেজমিন দেখা যায়, চারদিকে মাঠজুড়ে শুধু পাকা ধান। কয়েকটি খেতে কৃষক নিজেরাই ধান কাটতে ব্যস্ত। তবে দু-তিনজনের বেশি ধান কাটার কোনো শ্রমিক নেই। শ্রমিকের অভাবে অনেক খেতের ধান কাটতে পারছেন না কৃষকেরা। শ্রমিক না থাকায় খেত থেকে বাইসাইকেলে করে ধান বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন অনেক কৃষক।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয় সূত্র জানায়, জামালপুরে এবার ১ লাখ ২৯ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। জেলায় এবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ২৯ হাজার। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এবার ৫০০ হেক্টর জমিতে আবাদ বেশি হয়েছে। হাইব্রিড, উফশী ও দেশি জাতের বোরো আবাদ করা হয়।

মেলান্দহের নাংলা গ্রামের কৃষক আমিনুল ইসলাম এবার চার বিঘা জমিতে বোরো আবাদ করেছিলেন। তিনি বলেন, ধানের বীজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে জমি চাষ, রোপণ, সার, কীটনাশক প্রয়োগ পর্যন্ত প্রতি বিঘায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তার ওপর ধান কাটতে প্রথম দিনে ৬৫০ টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৭৫০ ও তৃতীয় দিনে (গত রোববার) ৯৫০ টাকা নিয়েছেন শ্রমিকেরা। তাঁর ধান কাটতেই ১৫ হাজার টাকা মজুরি লেগেছে। সব মিলিয়ে তাঁর চার বিঘা জমিতে মোট খরচ হয়েছে ৫৫ হাজার টাকা। বাজারে মণপ্রতি ধানের দাম ৫০০ টাকা। চার বিঘা জমিতে তিনি ১০৪ মণ ধান পেয়েছেন। এই ধান বিক্রি করলে পাবেন ৫০০ টাকা মণ হিসাবে ৫২ হাজার টাকা। তাতে তাঁর ৩ হাজার টাকা লোকসান হবে। তার ওপর নিজেদের পরিশ্রম তো আছেই। তাই ধানের ফলন ভালো হলেও তিনি খুব হতাশ।

একই উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের গোলাম রব্বানী জানান, তাঁর খেতে ধান পেকেছে গত সপ্তাহেই। কিন্তু শ্রমিকের অভাবে ধান কাটতে পারছিলেন না। কয়েকজন শ্রমিক পেয়েছিলেন। তাঁরা ৯০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরি চান। এ ছাড়া দুই বেলা খাবার, সিগারেট ও পানও দিতে হবে। এত টাকা মজুরি দিয়ে ধান কাটতে গেলে লাভ তো দূরের কথা, অনেক লোকসান গুনতে হবে। তাই শ্রমিক নেননি। বাধ্য হয়ে তিনি ও তাঁর ছেলে ধান কাটতে শুরু করেছেন।

কৃষক গোলাম রব্বানী বলেন, ‘বাজারে এত কম দাম শুনে ধান কাটতেই মন চাইছিল না। আগামীবার ধান আবাদ করব না। প্রয়োজনে মরিচ লাগাব। এত টাকা খরচ ও পরিশ্রম করে ধান লাগিয়ে পরে দেখা যায় আসলও উঠছে না। তাহলে এমন আবাদ করে কী হবে।’

ইসলামপুরের নোয়ারপাড়া গ্রামের আবদুল হালিম জানান, কোথাও শ্রমিক নেই। দু-একজনকে পাওয়া গেলেও তাঁরা চাচ্ছেন ১ হাজার টাকা করে। তিনি বলেন, ‘এক মণ ধান বিক্রি করে পাওয়া যাবে ৫০০ টাকা। দুই মণ ধানের দাম দিয়ে একজন শ্রমিক নিয়ে কী করব।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আমিনুল ইসলামও জানান, শ্রমিক–সংকট ও সর্বোচ্চ মজুরির কারণে কৃষক এবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। শ্রমিকের মজুরির কারণে উৎপাদন খরচ ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধানের দামও বাজারে কিছুটা কম। তাই আর্থিকভাবে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তিনি বলেন, ‘কৃষিশ্রমিক সংকটের বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা কৃষকদের “কম্বাইন্ড হারভেস্টর” কেনার পরামর্শ দিচ্ছি। এই যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষক ধান কেটে মাঠেই বস্তাবন্দী করতে পারবেন। তবে এর দাম ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা। এই যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার শুরু হলেই শ্রমিক–সংকট দূর হবে।

পথশিশুর টানে ইতালি থেকে বাংলাদেশে

চট্টগ্রাম নগরের কাজীর দেউড়ির আউটার স্টেডিয়াম। মাঠের এক কোণে মূল স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইটের টাওয়ার। টাওয়ারের পাশে ছোট ছোট শিশুদের জটলা। মধ্যবয়স্ক এক লোককে ঘিরে ধরেছে তারা। ফরসা গা, সোনালি চুলের লোকটিকে দেখেই বোঝা যায় বিদেশি। ঘিরে ধরা পথশিশুদের কেউ তাঁর কাছে খেলাচ্ছলে বর্ণমালা বা সংখ্যা শিখছে, কেউবা মেতেছে ছোটখাটো খেলায়। খেলার যাবতীয় উপকরণ নিয়ে এসেছেন ইতালীয় ভদ্রলোক ব্রাদার লুসিও।

তাঁর গায়ে টিশার্টে লেখা ‘পথশিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন’। ‘পথশিশু সেবা সংগঠন’ নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি ১২ বছর

ধরে চালাচ্ছেন লুসিও। ঢাকা ও সিলেটের পর এক মাস ধরে চট্টগ্রামে পথশিশুদের নিয়ে কাজ করছেন লুসিও।

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই কাজ করেন তিনি। এ জন্য ঢাকায় প্রায় সাড়ে ৮০০ স্বেচ্ছাসেবক পেয়েছেন। আর গত ১২ বছরে সেবা দেওয়া হয়েছে প্রায় ১২ শ পথশিশুকে। সিলেটে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে দেড় শর মতো।

সংগঠনটি পথশিশুদের চিকিৎসা, পড়ালেখা, স্কুলে ভর্তি, পুনর্বাসনের পাশাপাশি পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করে থাকে। এ ছাড়া চিত্রাঙ্কন, খেলাধুলা, বেড়ানো, বনভোজন সবকিছুই রয়েছে শিশুদের জন্য। আয়োজন করা হয় শিশুচলচ্চিত্র উৎসবেরও।

পথশিশুদের এসব সেবা দেওয়ার ব্রত নিয়ে লুসিও এখন চট্টগ্রামে। সোমবার স্টেডিয়ামের পাশে রাস্তায় বসে যখন পথশিশুদের বর্ণমালা শেখাচ্ছিলেন অনেকেই তখন উঁকি দিচ্ছিলেন। লুসিও বলতে থাকেন, ‘পথশিশু আমার সৃষ্টি, তোমার সৃষ্টি। কেন তারা রাস্তায় ঘুমাবে? আমরা একটা বন্ধন তৈরি করতে চাই। তাদের মানবপ্রেমী করতে চাই। কোনো ভেদাভেদ চাই না। ধনী–গরিব, লম্বা-বেঁটে কোনো ভেদাভেদ নয়।’

আসমা নামে ৬ বছরের এক শিশুকে হাতেকলমে ব্যঞ্জনবর্ণ চেনাচ্ছিলেন লুসিও। বর্ণগুলো কাঠের তৈরি। আসমা যখন ঠিক ঠিক বলতে পারছিল, তখন লুসিও উল্লাসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলছিলেন, ‘খুব ভালো।’

লুসিও বলেন, ‘সব শিশুর অধিকার রয়েছে। আমি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে পথশিশুদের হয়ে কাজ করতে এসেছি। থাকি ঢাকায় এক বস্তিতে। চট্টগ্রামে এখনো কোনো স্বেচ্ছাসেবক পাইনি। ছয় মাস দেখব। যদি কাজ চালানোর মতো স্বেচ্ছাসেবক পাই তাহলে কাজ চালিয়ে যাব।’ এ জন্য তিনি বিভিন্ন কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

লুসিও ইতালি থেকে ১৮ বছর আগে এ দেশে আসেন। পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লুসিও প্রথম দিকে দিনাজপুরে একটি স্কুলে পড়াতেন। এরপর ২০১৭ সাল থেকে পথশিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিন বছর পরপর তিনি নিজ দেশ ইতালিতে যান। এক বছর আগে তিনি বাংলাদেশি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন।